৫০১৩০

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

১২ তলা, ২য় সংলগ্নী ভবন
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদনবিহীন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল মাধ্যমে পরিচালিত অবৈধ ঋণ কার্যক্রম থেকে সতর্ক এবং ঋণ গ্রহণ হতে বিরত থাকার আহ্বান

সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমভিত্তিক গ্রুপ এবং অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে সহজ শর্তে ও দ্রুত ঋণ প্রদানের প্রলোভন দেখিয়ে অনুমোদনবিহীন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে মর্মে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মূলত অনুমোদনবিহীন এই ডিজিটাল ঋণ প্রদানকারী অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য, মোবাইল ফোনে সংরক্ষিত যোগাযোগের তথ্য, ছবি এবং অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে ঋণ আদায়ের নামে ঋণ গ্রহীতারদের ওপর অযাচিত চাপ প্রয়োগ, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের হুমকি এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের মতো কার্যক্রম পরিচালনার হচ্ছে। ফলে এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার, অনুমোদনবিহীন অর্থ লেনদেন, অতিরিক্ত অর্থ আদায় এবং ঋণ আদায়ের নামে হয়রানির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, যা সাধারণ জনগণের আর্থিক নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে ঋণ প্রদান একটি নিয়ন্ত্রিত আর্থিক কার্যক্রম। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ও প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো অনুসরণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা ডিজিটাল মাধ্যমে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা বৈধ নয় এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, এবং অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে ঋণ প্রদানের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়নি। এ ধরনের অনুমোদনবিহীন ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতারণা, আর্থিক অপরাধ ও মানিলন্ডারিংয়ের ঝুঁকি তৈরী হয়। বিশেষ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না থাকা, লেনদেনের স্বচ্ছতা এবং ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত না থাকায় এসব কার্যক্রম সাধারণ জনগণের জন্য আর্থিক ও ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ হতে পারে। একইসাথে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২ (শ)(৫) ধারা মোতাবেক প্রতারণামূলকভাবে ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাত মানিলন্ডারিংয়ের একটি সম্পৃক্ত অপরাধ এবং একই আইনের ৪ নং ধারার আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা ডিজিটাল মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সবাইকে নিম্নোক্ত বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো:

১। কোনো মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েবসাইট বা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন। এ যাবৎ নিম্নবর্ণিত ৩১ টি মোবাইল অ্যাপলিকেশন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বর্ণিত অনুমোদনবিহীন প্লাটফর্ম হতে ঋণ নিয়ে প্রতারিত হবেন না।

২। প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাত মানিলন্ডারিংয়ের একটি সম্পৃক্ত অপরাধ এবং একই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় এ ধরণের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকুন।

৩। ঋণের প্রলোভনে কোনো অপরিচিত অ্যাপ্লিকেশন বা প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত তথ্য, পরিচয়পত্রের তথ্য, ব্যাংক হিসাবের তথ্য বা মোবাইল ফোনের সংবেদনশীল তথ্য প্রদান করবেন না।

৪। ঋণ প্রদানের নামে অগ্রিম অর্থ, নিবন্ধন ফি, প্রসেসিং ফি বা অন্য কোনো অর্থ দাবি করা হলে সতর্ক থাকুন।

এ ধরণের অনুমোদনবিহীন প্ল্যাটফর্ম হতে ঋণ নিয়ে প্রতারিত হলে অথবা এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোনো অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের গ্রুপ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য থাকলে তা বিএফআইইউ-এর ওয়েবসাইটে (https://www.bfiu.org.bd/index.php /lodge_complaint/index) অভিযোগ করুন অথবা নিম্নোক্ত ঠিকানা বরাবর তথ্য প্রদান করুন।

পরিচালক
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
১১তলা, এনেক্স বিল্ডিং – ২
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

অননুমোদিত মোবাইল অ্যাপলিকেশনসমূহঃ সাথী লোন, পপক্যাশ, ফিনক্যাশ, কুইক লোন, কুইক টাকা, ঢাকা ফিন, লোনভাইব, দোস্ত লোন, টাকা ক্যাশ লোন, কেওয়নজা লোন, এসএসএইচ মানি, লোনবাডি, সাথি লোন, ক্যাশহোরা, আলো ক্যাশ, ফাস্ট লোন, ইজি টাকা, ধৈর্য লোন, ফিন ডট ডু, টাকা ক্যাশ লোন, বঙ্গক্যাশ, আশা লোন, সুবিধা লোন, স্মার্ট লোন বিডি, অনলাইন লোন বিডি, সিটি অনলাইন লোন, বিডি সহজ লোন, ক্যাশ লোন, সোনালী, লোনহাট ও টাকানাও।